স্বাধীনতা সংগ্রাম ও কাছাড়

—হুরমত আলী বড়লস্কর

পরাধীনতা বিষজ্বালায় জর্জ্জরিত ভারতের প্রান্তদেশস্থিত এই কাছাড় স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ্য অংশ গ্রহণ করিতে কুণ্ঠাবোধ করে নাই। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলনের যুগ হইতে এই জিলা বঙ্গীয় নেতাদের এক যোগে আন্দোলনে সাড়া দেয়। শিলচরের ৺কামিনী কুমার চন্দ, ৺কালী মোহন দেব, ৺নগেন্দ্র নাথ দত্ত আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। বিপিন চন্দ্র পাল কাছাড়ে আসিয়া আন্দোলনে প্রাণ সঞ্চার করেন।

১০২০ ইংরাজীতে কাছাড় জিলা খিলাফৎ আন্দোলনে মাতিয়া উঠে। কামিনী কুমার চন্দ্র, ৺মহিম চন্দ্র বিশ্বাস, শ্রী শ্যামাচরণ দেব, শ্রী সতীন্দ্র মোহন দেব, মৌং মহছিন আলী, মৌলানা মাহম্মদ আলী, মৌং তবারক আলী আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করেন। শিলচর শহরে এবং পল্লীগ্রামে জনসভা, শোভাযাত্রা বিলাতী জিনিষ বর্জ্জন, মদ, আফিং বর্জ্জনের জন্য পিকেটিং পুরাদমে চলিতে থাকে। শ্রী অশোক কুমার চন্দ, শ্রী সতীন্দ্র মোহন দেব স্বেচ্ছাসেবক বাহিনী গঠন ও পরিচালনের বিপুল দায়িত্ব গ্রহণ করেন। হাইলাকান্দিতে মৌলানা মহসিন আলী মৌং উমর আলী, মজফর আলী লস্কর যথারীতি আন্দোলন পরিচালনা করেন।

মহাত্মা-মৌলানার আগমন

১৯২১ সালের ২৭শে আগষ্ট তারিখে মহাত্মা গান্ধী মৌলানা মাহমুদ আলী শিলচর শুভাগমন করেন। শিলচর ফাটক বাজারে অনুষ্ঠিত প্রায় ৫০ হাজার লোকের এক বিরাট সভায় তাহারা উদ্দীপনাময়ী বক্তৃতা তুলিয়া ধরেন। সে সময়ে শিলচরের শোভাযাত্রার অভূতপূর্ব্ব লোক সমাগম হইয়াছিল।

শ্রীহট্ট হইতে মৌলানা আবদুল হক, মৌলানা আবদুল মোছব্বির, মৌং আব্বাছ আলী সাহেব প্রমুখ আলেমাগণ কাছাড়ের আসিয়া মুসলমান সমাজে অপরিসীম আন্দোলন সৃষ্টি করেন। মুকুন্দ দাসের গান জিলা ব্যাপীয়া প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে।

সরকারী নির্য্যাতন

আন্দোলন যখন প্রবল আকার ধারণ করে তখন গভর্ণমেন্ট এই জিলার বিশিষ্ট নেতা এবং কর্ম্মীগণকে কারারুদ্ধ করিতে আরম্ভ করেন। ঐ সময়ে কাছাড়ের নিম্নলিখিত দেশসেবক কারাদণ্ডে দণ্ডিত হন। শিলচর-শ্রীযুক্ত শ্যামাচরণ দেব, শ্রীসতীন্দ্র মোহন দেব, শ্রীঅশোক কুমার চন্দ, মৌং ইব্রাহিম আলী (জয়নগর), মোঃ হুচন রাজা লস্কর (রাজনগর), আবদুল কাদের (ইটখোলা), শ্রী পেকুরাম কানু, মো ঃ মনসুর আলী (শ্রীকোণা), গুলেজার আলী মজুমদার (দুধপাতিল), হাজী খুর্সেদ আলী (জয়নগর)।

লক্ষীপুর শ্রী গঙ্গাদয়াল দীক্ষিত, কাজী রহমান বক্স, সাজিদ আলী খলিপা, মোঃ হামদুর রাজা, মোঃ আলীম উদ্দিন, মোঃ মুরেশ্বর আলী।

উদারবন্দ—শ্রীসনৎ কুমার দাস, মৌং তবারক আলী বড়লস্কর, হাজী ইদ্রিশ আলী বড়লস্কর।

সোনাই—(ধলাই) মৌং আম্বর আলী, মৌঃ মসদ আলী, হাজী হাছন রাজা লস্কর, মোঃ সাজিদ মিয়া বড়ভুঁইয়া, মোঃ সাজিদ রাজা মজুমদার, মোঃ ইরপান আলী (কচুদরম)।

বড়খলা—মোঃ ইরমান মিয়া বড়ভুঁইয়া, শ্রী যতীন্দ্র মোহন দেব লস্কর, মোবারক আলী বড়লস্কর, জায়ফর আলী লস্কর, মোঃ আজফর, আলী বং, হাজী রেজান আলী, মুন্সী গোলাম রববারী, মৌং খুর্সেদ আলী, মোবারক আলী ও মৌং উমেদ আলী।

কাটীগড়া—মৌং আবদূর রহমান, মোঃ আম্বর আলী (হরিটিকর), হাজী সরুজ আলী (শিবনারায়ণপুর), কুঞ্জকিশোর দে (বিহাড়া), মোঃ আম্বর আলী (বিহাড়া)।

পিটনী টেক্স

স্বাধীনতা আন্দোলন দমাইবার জন্য কাছাড়ের তদানীন্তন ডেপুটিকমিশনার মিঃ ওয়াকার কাছাড়ের মুসলমান প্রধান শতাধিক অঞ্চল হইতে সশস্ত্র পুলিশের সাহায্যে পিটুনী-টেক্স আদায় করেন। ধলাই, বুড়িবাইল, বাঁশকান্দি, উদারবন্দ ঐ সকল স্থানে বহু জুলুমের সহিত টেক্স আদায় করা হয়।

কংগ্রেস সংগঠন

১৯২১ ইংরাজী হইতে কাছাড়ে কংগ্রেসের সংগঠন কার্য্য নিয়মিতভাবে চলিতে থাকে। শ্রী শ্যামাচরণ দেব, অশোক কুমার চন্দ, সতীন্দ্র মোহন দেব, গঙ্গাদয়াল দীক্ষিত, যতীন্দ্র মোহন দেবলস্কর, সনৎকুমার দাস, গুলেজর আলী মজুমদার, সাজিদ রাজা মজুমদার, রমেশ চন্দ্র সাহিত্য সরস্বতী, ক্ষীরোদ রঞ্জন মজুমদার, শ্রী ধীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত, মণীন্দ্র লাল মল্লিক, অরুণ কুমার চন্দ, সত্যদাস রায়, পৃথ্বিশ নাগ, হারাণ চন্দ্র বক্সী, প্রমুখ অনেক কংগ্রেসের সংস্পর্শে ও কর্ম্মপরিষদে অংশগ্রহণ করেন।

১৯২৬ ইংরাজীতে স্বরাজ্য দলের কাউন্সিলে প্রবেশের সময় শ্রী যতীন্দ্র মোহন দেব লস্কর কংগ্রেস প্রার্থীরূপে কাউন্সিলে প্রবেশ করেন। ১৯২১ ইংরাজীতে শ্রী সুনৎ কুমার, কংগ্রেস প্রার্থী হিসাবে তাহার প্রতিদ্বন্দ্বী শ্রী হেমচন্দ্র দত্ত এডভোকেটকে পরাজিত করিয়া কাউন্সলের সদস্য নির্বাচিত হন।

বন্যা রিলিফ

১৯২৯ ইংরেজীর বন্যার সময় কামিনীকুমার চন্দ, শ্রী হেম চন্দ্র চত্ত, শ্রী ধীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত, শ্রীসতীন্দ্র মোহন দেব বন্যা রিলিফ কমিটিতে বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়া উল্লেখযোগ্যভাবে রিলিফ কার্য্য পরিচালনা করেন। মিঃ ওয়াকারের সঙ্গে কামিনীবাবু বিশেষভাবে ঘুরিয়া জনগণের স্বার্থরক্ষা করেন। শ্রী সতীন্দ্র মোহন দেব ঔ সময়ে মিঃ ওয়াকারের সঙ্গে পদব্রজে শিলচর ও হাইলাকান্দির বহুস্থান পরিদর্শন করেন।

নেতৃবৃন্দের আগমন

মহাত্মা গান্ধী, মৌলানা মোহাম্মদ আলী, মৌলানা শওকত আলী, বিপিন চন্দ্র পাল, যতীন্দ্র মোহন সেনগুপ্ত, লালমিঞা, জওহরলাল নেহরু, সুভাষ চন্দ্র বসু, ডাঃ প্রফুল্ল চন্দ্র ঘোষ, শ্রীযুক্তা লীলা রায় প্রমুখ জন বরেণ্য নেতৃবৃন্ধ কাছাড় সফর করিয়া জাতীয়তার মন্ত্রে কাছাড়কে উদ্‌বুদ্ধ করত : স্বাধীনতার দ্বারে উপনীত হওয়ার ক্ষেত্রে সহায়ত করিয়াছেন।

পরবর্ত্তী পর্য্যায়ে রাষ্ট্রপতি জওহর লাল নেহরু, রাষ্ট্রপতি সুভাষ চন্দ্র বসুর আগমনে এবং এই জিলার বহু স্থানে বক্তৃতায় সকল সমাজের মন জাতীয়তার দিকে ঝুকিয়ে যায়।

মহাত্মা গান্ধী ও মৌলানা মোহাম্মদ আলী সাহেব যখন পদার্পণ করেন তখন কাছাড় জিলাতে ৯০ হাজার ভলান্টিয়ার ছিলেন এবং তাহাদের বারো আনা অংশই মুসলমান ছিলেন।

আইন অমান্য আন্দোলন

১৯৩০ ইংরেজীতে মহাত্মা গান্ধী যখন আইন অমান্য আন্দোলন আরম্ভ করেন তখন এই কাছাড় জিলাতেও তাহার ঢেউ আসিয়া পৌঁছে। বিদেশী বর্জ্জনের জন্য জোর পিকেটিং চলিতে থাকে। এই সময় শ্রী শ্যামাচরণ দেব, শ্রী সতীন্দ্র মোহন দেব, শ্রী ধীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত, সাজিদ রাজা মজুমদার, কুঞ্জকিশোর দে, মণীন্দ্র লাল মল্লিক, সত্যদাস রায়, পৃথ্বিশ নাগ, মোঃ গোলাম ছবির খাঁ, খুদেস আলী মজুমদার, হারাণ চন্দ্র বক্সী, মহীতোষ পুরকায়স্থ, নিকুঞ্জ গোস্বামী প্রভৃতি অনেকে কারারুদ্ধ হন।

কাউন্সিল বর্জ্জন

১৯৩২-৩৩ ইংরেজীতে মহাত্মাজীর নির্দ্দেশে কাউন্সিল সমূহের কংগ্রেসী সভ্যরা পদত্যাগ করিতে থাকেন আসাম কাউন্সিলের কংগ্রেসী সভ্যদের মধ্যে শুধু শ্রীযুক্ত রোহিনী কুমার চৌধুরী, শ্রীবৃন্দাবন চন্দ্র গোস্বামী, শ্রী গোপেন্দ্র চন্দ্র দা চৌধুরী ও শ্রী সনৎ কুমার দাশ মহাত্মাজীর নির্দ্দেশ স্বত্ত্বেও পদত্যাগ করেন নাই।

গণ সংযোগ কংগ্রেস

১৯৩৪ ইংরেজীতে কাছাড় জিলায় কংগ্রেসের আন্দোলন তীব্র হইয়া উঠে। পল্লী অঞ্চলে সংগঠন কার্য্য চলিতে আরম্ভ হয়, জয়পুরে রাজেন্দ্র পুরকায়স্থ, লক্ষীপুরে কাজী রহমান বক্স ও কামাখ্যা রঞ্জন চক্রবর্তী, ধলাইতে কৃষ্ণজীবন পুরকায়স্থ, সাজিদ রাজা মজুমদার, শিয়ালটেকে ক্ষীরোদ রঞ্জন মজুমদার, বিহাড়ায় রাজচন্দ্র দেশমুখ্য, হাইলাকান্দিতে আব্দুল মতলিব মজুমদার, মৌলভী আব্দুল লতিফ, নরেন্দ্র চন্দ্র নাথ লস্কর, শ্রী সুরেশ চন্দ্র পাল, শ্রী শচিন্দ্র নাথ চৌধুরী এবং শিলচরে শ্রী ধীরেন্দ্র কুমারগুপ্ত সতীন্দ্র মোহন দেব, মণীন্দ্র লাল মল্লীক, সত্যদাস রায়, শ্রী তারাপদ ভট্টাচার্য, শ্রী মহীতোষ পুরকায়স্থ, নিকুঞ্জ গোস্বামী, অচিন্ত্য ভট্টাচার্য প্রভৃতি বিশেষ সংগঠনী শক্তির পরিচয় দেন।

অরুণ চন্দের আবির্ভাব

ব্যারিস্টার আরুণ কুমার চন্দ সিঙ্গাপুর হইতে শিলচরে আগমন করিয়া কংগ্রেস ও কৃষক, শ্রমিক আন্দোলনে বিশেষ অংশ গ্রহণ করেন। তিনি ধীরেন্দ্র মোহন দেব, নিবারণ লস্কর, হুরমত আলী বড় লস্কর, নিকুঞ্জ গোস্বামী প্রমুখ অনেককে লইয়া জিলার সর্বত্র কংগ্রেস ও কৃষক শ্রমিক আন্দোলন জাগাইয়া তুলেন। জিলার সর্বত্র জনসাধারণের মধ্যে বিশেষ উৎসাহ ও উদ্দীপনা পরিলক্ষিত হয়। বুড়িবাইল, বাঁশকান্দি, নরসিংপুর, সোনাই, লক্ষীপুর, শিয়ালটেক, বিহাড়া, শালচাপরা প্রভৃতি স্থানে অনুষ্ঠিত জনসভায় বিশেষ আন্দোলনের সৃষ্টি হইতে থাকে।

পরিষদের নির্বাচন

শ্রী অরুণ কুমার চন্দ কংগ্রেস পার্লামেন্টারী পার্টি কর্ত্তৃক মনোহীত হইয়া নির্বাচনে অবতীর্ণ হন। শ্রী ধীরেন্দ্র কুমার গুপ্ত, সতীন্দ্র মোহন দেব, শ্রী নিবারণ চন্দ্র লস্কর, শ্রী ধীরেন্দ্র মোহন দেব, সুধীর চন্দ্র দত্তরায়, জ্ঞানেন্দ্র চন্দ্র পুরকায়স্থ, শ্রী শচীন্দ্র গুপ্ত, হুরমত আলী বড়লস্কর, গোকূল চান্দ সিংহ চৌধুরী, ডাঃ রাম প্রসাদ চৌরে, ক্ষীরোদ রঞ্জন মজুমদার, রাজচন্দ্র দেশমুখ্য, হবি মোহন মুখোপাধ্যায় প্রমুখ কাছাড়ের সকল সমাজের নেতৃবৃন্দ কংগ্রেস মনোনীত প্রার্থী চন্দ মহাশয়কে সমর্থনের জন্য সর্ব্বপ্রকার ব্যবস্থা করেন। চন্দ মহাশয়ের বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন শ্রী যতীন্দ্র মোহন দেব লস্কর। পরিচিত কংগ্রেসীদের মধ্যে শ্রী সনৎ কুমার দাস এই সময় কংগ্রেস বিরোধিতা করেন। চন্দ মহাশয় সাড়ে ১৩ হাজার এবং যতীবাবু সোয়া ৬ হাজার ভোট পান।

কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা

১৯৩৮ ইংরেজীর প্রথম ভাগে সুদাল্লা মন্ত্রী সভাকে অনাস্থা প্রস্তাবে পরাজিত করার পর আসামে কংগ্রেস কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। ওই সময় অরুণ কুমার চন্দ, বৈদ্যনাথ মুখার্জি দুরদর্শিতার পরিচয় দেন। পরিষদ সদস্য না হইয়াও কংগ্রেস পরিষদ দলের আহ্বানে শ্রীযুক্ত সতীন্দ্র মোহন দেব শিলং গিয়া কংগ্রেস দল পুষ্টি সম্পর্কে তাহার বিরাট কর্ম্মশক্তির পরিচয় দান করেন। শিলচরে সভ্য কালাচাঁদ রায় প্রথমতঃ দুটানায় থাকিলেও শেষে কংগ্রেস দলের সঙ্গে যোগদান করেন। শ্রী রোহিনী কুমার চৌধুরী, শ্রী হীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, শ্রী হোম চক্রবর্তী তখন বিশেষভাবে কংগ্রেস বিরোধিতা করেন। ১৯৩৮ ইংরেজির শেষভাগে শ্রী রবীন্দ্র নাথ আদিত্য, ডাঃ বজেন্দ্র নাথ ভট্টাচার্য, শ্রী জ্ঞানেন্দ্র কুমার দাস প্রমুখ কাছাড়ের একদল বিশিষ্ট কংগ্রেস নেতা, শ্রী হীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী মহাশয়কে কংগ্রেস দলে আনিবার জন্য এক শুভেচ্ছা মিশন লইয়া হাইলাকান্দিতে চক্রবর্তী ভবনে গেলে পর চক্রবর্তী বাড়ির সম্মুখে গুণ্ডাদল কর্তৃক বিশেষভাবে প্রহৃত ও লাঞ্ছিত হন। গুণ্ডারা কংগ্রেস পতাকা ও কংগ্রেস টুপি ছিনাইয়া লইয়া যায়।

১৯৩৯ ইংরেজীর শেষভাবে কংগ্রেসদল মন্ত্রীত্ব ত্যাগ করিয়া সত্যাগ্রহ আন্দোলনের ফলে জেলে গেলে পর শ্রী হীরেন্দ্র চন্দ্র চক্রবর্তী, সাদুল্লা গভর্ণমেন্টের মন্ত্রী নিযুক্ত হন। পরে তিনি বড়লাটের সময় পরিষদের সদস্য হইয়াছিলেন।

(সৌজন্যে ঃ সাপ্তাহিক সুরমা ঃ ১৫ আগস্ট ১৯৪৯)